بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ জুন, ২০২৪ মোতাবেক ২১ এহসান, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য ইহুদীদের একটি গোত্র বনু নযীরের যে চক্রান্ত ছিল, তার বর্ণনা চলছিল। গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, এর বিস্তারিত বর্ণনা করব যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের চক্রান্তকে বিফল করেন যা মহানবী (সা.)-কে হত্যার জন্য তারা করেছিল। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে,

ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) উক্ত চক্রান্ত সম্পর্কে জানতে পারেন। আর এর বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর বিন জাহাশ যখন ওপরে অর্থাৎ ছাদের ওপরে চলে যায়, যেন মহানবী (সা.)-এর ওপর পাথর ফেলতে পারে, তখন মহানবী (সা.) ওহীর মাধ্যমে ইহুদীদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পারেন। তিনি (সা.) দ্রুত নিজ স্থান থেকে উঠেন আর তাঁর সঙ্গীদের সেখানেই বসা অবস্থায় রেখে এমনভাবে রওয়ানা হন যেন তাঁর (সা.) কোনো জরুরী কাজ আছে। আর তিনি দ্রুত মদীনায় গমন করেন। তাঁর সাহাবীরা এটিই মনে করেন যে, তিনি (সা.) কোনো প্রয়োজনে গিয়েছেন। কিন্তু যখন বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যায় তখন সাহাবীদের তাঁর জন্য চিন্তা হয় আর তারা তাঁর সন্ধানে উঠে দাঁড়ান। পথিমধ্যে মদীনা থেকে আগত এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সাহাবীরা তার কাছে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছিলাম। সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ মদীনায় তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছেন। তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন যে, বনু নযীর কী চক্রান্ত করেছিল।

অপরদিকে ইহুদীরা তখনও নিজেদের মাঝে সলাপরামর্শ করছিল, এমন সময় একজন ইহুদী মদীনা থেকে আসে। সে যখন তার সাথীদের মহানবী (সা.) সম্পর্কে পরস্পর সলাপরামর্শ করতে শোনে তখন সে বলে, তোমরা কী করতে চাও? তারা বলে, আমরা চাই যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করব এবং তাঁর সাহাবীদের গ্রেফতার করব। সে জিজ্ঞেস করে যে, মুহাম্মদ (সা.) কোথায় আছেন? তারা বলে, এই হলেন মুহাম্মদ (সা.) যিনি কাছেই অন্য একটি স্থানে বসে আছেন। তাদের সঙ্গী তাদের বলে, আমি তো তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। এতে তারা বিস্মিত হয়ে যায়।

অপর একজন জীবনীকার এ সম্পর্কে লিখেছেন, যখন মহানবী (সা.)-এর ফিরে আসতে কিছুটা বিলম্ব হয় তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমাদের এখানে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। নিশ্চয় মহানবী (সা.)-এর কাছে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ এসেছে। অতএব তারা সবাই সেখান থেকে যাত্রা করেন। তখন ইহুদীদের নেতা হুয়ী বিন আখতাব বলে যে, আবুল কাসেম ত্বরা করেছে। আমরা তো খাবারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। আর রক্তপণের জন্য পরামর্শ করছিলাম। আমরা তাঁকে খাবার খাইয়ে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। অতঃপর যখন সাহাবীরা মদীনায় ফিরে আসছিলেন তখন

এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মহানবী (সা.)-কে দেখেছো? সে বলে, এই মাত্র তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে; তিনি (সা.) মদীনায় প্রবেশ করছিলেন। সাহাবীরা যখন সেখানে পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) বসা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি সেখান থেকে চলে এলেন অথচ আমরা জানতেই পারি নি! তিনি (সা.) বলেন, **হাম্মাতিল ইয়াহুদু বিলগাদরে বী**। অর্থাৎ ইহুদীরা আমার সাথে প্রতারণা করতে চেয়েছিল। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ওহী অনুযায়ী দ্রুত চলে আসেন। সাহাবীদের তিনি (সা.) এজন্য কিছু জানান নি কেননা তারা বিপদের মুখে ছিলেন না। ইহুদীদের মূল লক্ষ্য কেবল তাঁর (সা.) সত্তা ছিল। তাই তিনি আশ্বস্ত ছিলেন যে, আমার সাহাবীরা কেবল সুরক্ষিত ও নিরাপদই থাকবে না, বরং তারা আমার সন্ধানে দ্রুত বের হয়ে আসবে। বলা হয়, তখন এই আয়াতও অবতীর্ণ হয় যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (সূরা আল্ মায়েদা: ১২)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতকে স্মরণ করো। যখন একটি জাতি দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, তারা তোমাদের প্রতি নিজেদের চক্রান্তের হাত প্রসারিত করবে। কিন্তু তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে প্রতিহত করেন। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্ তা'লারই প্রতি ভরসা করা।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন,

তারা অর্থাৎ ইহুদীরা বাহ্যত তাঁর (সা.) আগমনে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করে আর বলে, আপনি বসুন, আমরা এখনই আমাদের অংশের অর্থ প্রদান করছি। অতএব তিনি (সা.) নিজের কয়েকজন সাহাবীসহ একটি দেয়ালের ছায়ায় বসে পড়েন। আর বনু নযীর পরস্পর সলাপরামর্শের জন্য একপাশে চলে যায় এবং এমন ভাব করে যে, আমরা অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু অর্থের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে তারা এই দুরভিসন্ধি করে যে, এটি খুবই মোক্ষম সুযোগ, মুহাম্মদ (সা.) বাড়ির ছায়ায় দেয়াল ঘেঁষে বসে আছেন। কেউ অপরদিক থেকে বাড়ির ছাদে উঠুক আর এরপর একটি বড় পাথর তাঁর ওপর ফেলে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিক, নাঊযুবিল্লাহ্। ইহুদীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সালাম বিন মিশকাম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আর বলে, এটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ এবং সেই চুক্তির বিরোধী যা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে করেছি। কিন্তু তারা তার কথা মানে নি আর অবশেষে আমর বিন জাহাশ নামের এক ইহুদী অনেক ভারী একটি পাথর নিয়ে বাড়ির ছাদে ওঠে এবং সে সেই পাথরটি ওপর থেকে প্রায় ফেলতে যাচ্ছিল। কিন্তু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের এই অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন আর তিনি (সা.) দ্রুত সেখান থেকে উঠে আসেন। আর তিনি এত ত্বরিত উঠেন যে, তাঁর সাহাবীরাও এবং ইহুদীরাও এটি মনে করে, হয়ত তিনি কোনো প্রয়োজনে সেখান থেকে উঠে গেছেন। অতএব তারা নিশ্চিন্তে সেখানে বসে তাঁর অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তিনি (সা.) সেখান থেকে উঠে সোজা মদীনায় আগমন করেন। সাহাবীরা কিছুক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসেন নি তখন তারা উদ্বিগ্ন হয়ে নিজ স্থান থেকে ওঠেন আর তাঁকে (সা.) এদিক-সেদিক সন্ধান করে অবশেষে নিজেরাও মদীনায় পৌঁছে যান। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে ইহুদীদের এই ভয়ানক চক্রান্তের সংবাদ দেন।

মহানবী (সা.)-এর যাবার পরের বিস্তারিত বর্ণনায় ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে লেখা আছে, ইহুদীরা নিজেদের কাজে অত্যন্ত লজ্জিত হয়। জনৈক ইহুদী কিনানা বিন সুয়ায়রা অথবা সূরিয়া বলে, তোমরা কি জানো মুহাম্মদ (সা.) এখান থেকে কেন উঠে গেছেন? তারা বলে, খোদার কসম! আমাদের তা জানা নেই। তোমার কিছু জানা থাকলে বলো। সে বলে, তওরাতের কসম! নিঃসন্দেহে আমি জানি যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে। অতএব তোমরা এখন আর আত্মপ্রতারণায় থেকো না। খোদার কসম! নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। আর তিনি উঠেছেনও এজন্য যে, তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা প্রতারণা করতে চেয়েছিলে। নিশ্চয় তিনি শেষ নবী। তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছিলে, শেষ পয়গম্বর বা নবী যেন হারূনের বংশধরদের মধ্য হতে আসেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেখান থেকে চেয়েছেন তাঁকে আবির্ভূত করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের গ্রন্থ তওরাতে যা আমরা পাঠ করি তা পরিবর্তন হয় নাই। এতে লেখা আছে, এই নবী মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। আর তিনি ইয়াসরিব তথা মদীনায় হিজরত করবেন। আমাদের গ্রন্থ তওরাতে তাঁর যে গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র তাঁর {অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর} ক্ষেত্রেই সত্য প্রতিপন্ন হয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। তোমরা ক্রন্দন ও আহাজারি করতে করতে নিজেদের ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততিদের রেখে যাবে। তোমরা যদি আমার কথা মেনে নাও তাহলে তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। আমার দুটি প্রস্তাব মেনে নাও নতুবা তৃতীয় বিষয়ে (তোমাদের জন্য) কোনো কল্যাণ নাই। তারা বলে, প্রস্তাব দুটি কী? সে বলে, প্রথম প্রস্তাবটি হলো, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথি হয়ে গেলে তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি নিরাপদ থাকবে এবং তোমরা তাঁর উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আর নিজেদের বাড়িঘর থেকে নির্বাসিত হবে না। কিনানা বিন সূরিয়ার প্রস্তাবের উত্তরে ইহুদীরা বলে, আমরা তওরাত এবং মূসার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পরিত্যাগ করব না। কিনানা বলে, (আমার) দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হলো, তোমরা অপেক্ষা করো। অচিরেই তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা আমার শহর থেকে বের হয়ে যাও। এর উত্তরে তোমরা বলো, ঠিক আছে। তাহলে তিনি তোমাদের রক্ত ও ধনসম্পদকে নিজের জন্য বৈধ করবেন না (অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবেন না) বরং তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিবেন। চাইলে বিক্রি করতে পারো আবার চাইলে নিজেদের কাছেও রাখতে পারো। তারা বলে, ঠিক আছে, আমরা এর জন্য প্রস্তুত। সালাম বিন মিশকাম বলে, তোমরা যা বলছ তাতে আমি অপারগ হয়ে তোমাদের সাথে যোগ দিয়েছি। তিনি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) এখন আমাদের (এই মর্মে) বার্তা পাঠাতে যাচ্ছেন যে, তোমরা এই অঞ্চল থেকে বের হয়ে যাও। হে হুয়ী! (অর্থাৎ সেই নেতাকে বলেন,) তার আদেশ মানতে আবার দ্বিধান্বিত হয়ো না। সানন্দে নির্বাসিত হওয়ার (নির্দেশ) মেনে নিও এবং তার শহর থেকে চলে যেও। একথা শুনে হুয়ী বলে, আমি এমনটিই করবো এবং এখান থেকে চলে যাবো।

মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) ইহুদীদের দেশান্তরের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তারা যেতে অস্বীকার করে। যদিও লেখা আছে যে, প্রথমে যাবে বলেছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সংকল্প পাল্টে যায়।

এর আরও বিশদ বিবরণ হলো, মদীনায় পৌঁছার পর মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ডেকে পাঠান। তিনি আসলে, মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন, তুমি বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে বলবে, মহানবী (সা.) তোমাদের কাছে আমাকে এ বার্তা সহ প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা তাঁর শহর থেকে বের হয়ে যাও। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বনু নযীর গোত্রের কাছে পৌঁছে বলেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের কাছে আমাকে একটি বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু সেটি শোনানোর পূর্বে আমি তোমাদেরকে একটি কথা স্মরণ করাচ্ছি যা তোমরা সবাই জানো। তারা জিজ্ঞেস করে, কোন কথা? মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ তওরাতের দোহাই দিয়ে (আমি) তোমাদের জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের (হয়ত) মনে থাকবে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি একদিন তওরাত নিয়ে তোমাদের সামনে এসে উপস্থাপন করেছিলাম। তোমরা বলেছিলে, আহার করতে চাইলে আহার করাবো, তুমি ইহুদী হতে চাইলে তোমাকে ইহুদী বানাবো। আমি বলেছিলাম, আহার করালে আমি আহার করবো। তবে ইহুদী হতে বললে সেটি সম্ভব না। এরপর তোমরা একটি থালায় খাবার দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে চাচ্ছ না কেন? তুমি কি ইব্রাহীমের ধর্মের সন্ধান করছো? আবু আমের রাহেব কি ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসারী নয়? সেই ধর্মের অনুসারী নবী আমাদের নিকট আসতে যাচ্ছেন, যার লক্ষণাবলী হলো, **'তিনি হাস্যবদন হবেন। সত্যের শত্রুদের নিধন করবেন। তাঁর চক্ষুদয় লালাভ হবে। তিনি ইয়েমেনের দিক থেকে আসবেন, উটের ওপর আরোহিত থাকবেন। (তাঁর) মাথায় পাগড়ি বাঁধা থাকবে। শুকনো রুটির টুকরো খেয়ে জীবন ধারণ করবেন। তাঁর গ্রীবাদেশে তরবারি ঝুলন্ত থাকবে আর তিনি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ কথা বলবেন।'** ইহুদীরা বলে, তুমি সকল লক্ষণই যথার্থ বলেছ। আমরা তোমার সাথে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু এসব লক্ষণ এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে নেই। উত্তরে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এ বিষয়টিই স্মরণ করাতে চাচ্ছিলাম। এখন মহানবী (সা.)-এর বার্তাটি শোনো। মহানবী (সা.) আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, (কারণ) তোমাদের সাথে যে চুক্তি করা হয়েছিল– তোমরা প্রতারণা করে তা ভঙ্গ করেছ। আমর বিন জাহাশ ছাদের ওপর থেকে পাথর নিক্ষেপের চক্রান্ত করেছিল, যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর নবীকে সংবাদ দেয়া হয়। তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। একথা শুনে তাদের ওপর নীরবতা ছেয়ে যায়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর বার্তা শোনাতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'উখরুজূ মিন বালাদী ফাকাদ আজ্জালতুকুম আশরান ফামান রুয়িয়া বা'দা যালিকা যারাবতু উনুকাহু'**

অর্থাৎ, **'তোমরা আমার শহর থেকে বের হয়ে যাও, আমি তোমাদেরকে দশ দিন সময় দিচ্ছি। এরপর যদি কাউকে দেখা যায় তাহলে আমি তার শিরশ্ছেদ করব'**। ইহুদীরা বলে, আমরা এটা কল্পনাও করতে পারতাম না যে, অওস গোত্রের কারও কাছ থেকে আমরা (কখনো) এমন কথা শুনব! তুমি তো আমাদের মিত্র ছিলে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, এখন মন পরিবর্তন হয়ে গেছে। অওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকদের হৃদয়ে ইহুদীদের জন্য ভালোবাসা ছিল, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর এখন সেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা বিরাজমান। মহানবী (সা.)-এর বার্তা শুনে ইহুদীরা নির্বাসনের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। বনু নযীরকে কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া হলে তারা নির্বাসনের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। তাদের বাহনগুলো **'যী জাদার'** নামক স্থানের চারণভূমিতে ছিল।

মদীনা থেকে ছয় থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত কুবার পার্শ্ববর্তী একটি চারণভূমি ছিল **'যী জাদার'**। তারা সেগুলোকে ফেরত নিয়ে আসছিল। তারা **'আশজাআ'** গোত্রের কাছে ধার হিসেবে কিছু উট দেবারও অনুরোধ করে।

ইহুদীরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল একটি চক্রান্ত করে। আর তার এই চক্রান্তের কারণে তাদের পরিকল্পনা পাল্টে যায়। যার বিশদ বিবরণে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, ইহুদীরা নিজেদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল, এর মধ্যেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের বার্তা আসে। সুয়ায়েদ ও দায়েস এই বার্তা নিয়ে আসে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলছে, **নিজেদের বাড়িঘর থেকে তোমরা বের হয়ো না, নিজেদের ধনসম্পদ পরিত্যাগ কোরো না, নিজেদের দুর্গে অবস্থান করো। আমার কাছে স্বজাতির এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের দুহাজার যুবক আছে। তারা তোমাদের সাথে তোমাদের দুর্গে প্রবেশ করবে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত মুসলমানদেরকে তোমাদের কাছে পৌঁছতে দিবে না। বনু কুরায়যাও তোমাদেরকে সাহায্য করবে, তোমাদেরকে অপদস্ত করবে না। বনু গাতফান (গোত্র) থেকে তোমাদের মিত্ররাও তোমাদেরকে সাহায্য করবে, আর একান্তই যদি তোমরা এখান থেকে বের হতে বাধ্য হও তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে এখান থেকে চলে যাবো।** আল্লাহ্ তা'লা মুনাফিকদের এই চক্রান্ত ও প্রতারণার বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও বর্ণনা করেছেন এবং (তা) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ

অর্থাৎ, **তুমি কি মুনাফিকদের দেখো নি, যারা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে নিজেদের সেসব কাফির ভাইকে বলে, 'যদি তোমাদেরকে (মদীনা থেকে) বের করে দেয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে চলে যাবো এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো কারও আনুগত্য করব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব'**। (সূরা আল্ হাশর: ১২)

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বনু কুরায়যার কাব বিন আসাদ কুরায়যীর প্রতি এই বার্তা প্রেরণ করে যে, সে যেন তার সঙ্গী-সাথিদের সাহায্য করে। সে বলে, আমাদের মধ্য হতে কেউ এই শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত নয়। সে (এরূপ করতে) অস্বীকার করল। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বনু কুরায়যার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেল। সে মহানবী (সা.) ও বনু নযীরের মাঝে উত্তেজনা ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। সে অনবরত হুয়ীর কাছে বার্তা প্রেরণ করতে থাকে। হুয়ী বলে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এই বার্তা প্রেরণ করছি যে, আমরা আমাদের ঘর থেকে বের হব না। আমরা আমাদের সহায়-সম্পদ পরিত্যাগ করে যাবো না। সে যা ইচ্ছা করতে পারে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের কথায় হুয়ী প্রতারিত হয়। সালাম বিন মিশকাম হুয়ীকে বলে, হে হুয়ী! তোমার আত্মা তোমাকে প্রতারিত করেছে। যদি আমার এই আশঙ্কা না হতো যে, তোমাকে নির্বোধ মনে করা হবে– তবে আমি আমার অনুগত ইহুদীদেরকে তোমার কাছে রেখে যেতাম। হে হুয়ী! এমনটি কোরো না। তাকে বলল, খোদার কসম! তুমি জানো, আর তোমার সাথে আমরাও জানি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল। তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা অবগত। যদি আমরা তাঁর আনুগত্য না করি তবে এর একমাত্র কারণ হলো,

আমরা তাঁর প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব রাখি, কেননা নবুয়্যত বনু হারূন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। চলো, আমরা তাঁর প্রস্তাবিত নিরাপত্তা গ্রহণ করি। আমরা তাদের শহর থেকে চলে যাই। তুমিও জানো, তুমি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ আর (এ ব্যাপারে) আমার বিরোধিতা করেছ। আমরা যখন এখান থেকে চলে যাব, আর যখন ফল পেকে যাবে, তখন আমরা ফিরে আসব, অথবা আমাদের মধ্যে হতে কেউ একজন নিজের ফলবাগানে আসবে আর সেগুলো বিক্রি করে দেবে, অথবা সেগুলো যা ইচ্ছা করবে। অতঃপর আমাদের নিকট সে চলে আসবে। এমনটি করলে মনে হবে, আমরা যেন আমাদের শহর থেকে বেরই হই নি; কেননা আমাদের ধনসম্পদ আমাদের হাতের নাগালেই থাকবে। আমাদের জাতির কাছে আমাদের সম্মান আমাদের এই ধনসম্পদ ও কর্মকাণ্ডের কারণেই। এই সম্পদ যখন আমাদের হাতছাড়া হবে তখন আমরা অন্যান্য ইহুদীদের মতো লাঞ্ছিত হব। কিন্তু যদি মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কাছে আগমন করেন আর তিনি যদি এক দিনের জন্যেও আমাদের দুর্গ অবরুদ্ধ রাখেন, তাহলে তিনি আর এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না, যা তিনি এখন দিয়েছেন; এবং তিনি তা করতে অস্বীকার করবেন। হুয়ী বিন আখতাব বলে, মুহাম্মদ (সা.) সুযোগ পেলে তো আমাদের দুর্গ অবরোধ করবেন। অন্যথায় তিনি ফেরত চলে যাবেন। তুমি কি দেখ নি, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? সালাম বিন মিশকাম বলল, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই'র কথায় কোনো বিশ্বাস নেই। সে তোমাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত করতে চায়। এমন কি সে চায়, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এক্ষেত্রে সে নিজের বাড়িতে বসে থাকবে আর তোমাকে পরিত্যাগ করবে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই, কা'বের নিকট সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু কা'ব (সাহায্য করতে) অস্বীকৃতি জানায়। কা'ব বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত আছি ততক্ষণ পর্যন্ত বনু কুরায়যার কোনো এক ব্যক্তিও (শান্তিচুক্তির) এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই নিজ মিত্র বনু কায়নুকাকে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারাও যুদ্ধ করতে চেয়েছিল; তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের সাহায্যের অপেক্ষা করতে থাকে অথচ সে নিজের বাড়িতেই বসে থাকে। মুহাম্মদ (সা.) তাদের দিকে অগ্রসর হন, আর তাদের (দুর্গ) অবরুদ্ধ করে ফেলেন। অবশেষে তারা তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। ইবনে উবাই তার মিত্রদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। কিন্তু আমরা আমাদের তরবারি নিয়ে অওসের সাথে তাদের সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এখন তো যুদ্ধের সেই যুগের সমাপ্তি হয়ে গেছে। মুহাম্মদ (সা.) আগমন করেছেন এবং তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এখন যুদ্ধের অবসান ঘটেছে।

ইবনে উবাই ইহুদীও নয়, মুসলমানও নয় কিংবা সে তার স্বীয় জাতির ধর্মের ওপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা তার কথা কীভাবে মেনে নিতে পারি? হুয়ী বলল, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে শত্রুতা অব্যাহত রাখব এবং লড়াই করতে থাকব। সালাম বলল, তাহলে আমাদেরকে দেশান্তরিত করা হবে, আমাদের সম্পদ ও সম্মান নষ্ট হবে, আমাদের সন্তানরা বন্দি হবে এবং আমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু হুয়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ছাড়া বাকি সব কথাকে অস্বীকার করে।

ইহুদী জাতির এক বয়োবৃদ্ধ সারুক বিন আবি হুকায়েক যে নির্বোধ হিসেবে পরিচিত ছিল, সে-ও বলে উঠে যে, হে হুয়ী! তুই অশুভ। তুই বনু নযীরকে ধ্বংস করে দিবি। হুয়ী ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, বনু নযীরের সবাই আমার সপক্ষে কথা বলছে আর এই পাগল ও

নির্বোধ ব্যক্তি আমাকে তিরস্কার করছে! তখন সারুককে তার ভাইয়েরা প্রহার করে এবং হুয়ীকে বলে, আমরা তোমার আদেশ মান্যকারী আর আমরা কখনোই তোমার বিরোধিতা করব না।

এরপর হুয়ী নিজ ভাই জুদঈ বিন আখতাবকে দূত হিসেবে প্রেরণ করে আর বলে, যাও, মুসলমানদের নেতাকে গিয়ে বলো যে, আমরা এখান থেকে যাবো না। তোমাদের যা খুশি তা করতে পারো। জুদঈ মদীনায় পৌঁছে হুয়ী'র বার্তা শোনায়। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে বসে ছিলেন। তিনি (সা.) তার এ কথা শুনে উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং মুসলমানরাও তকবির ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে। মহানবী (সা.) বলেন, **'হারাবাতিল ইয়াহুদ'** অর্থাৎ ইহুদীরা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। মহানবী (সা.) বনু নযীরের এই কর্মকাণ্ড এবং প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণার জবাবে বনী নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন আর সাহাবীরা সাথে সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। ইহুদীদের এই দূত জুদঈ বিন আখতাব তাৎক্ষণিকভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর ঘরে পৌঁছে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হওয়া কথোপকথন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে। সে নিজ ঘরে তার সাথিদের সাথে খোশ গল্পে মত্ত ছিল। সে বলে, আমি আমার মিত্রদের সংবাদ দিচ্ছি। তারা তোমাদের সাথে দুর্গে প্রবেশ করবে। সেই বার্তাবাহক দেখল যে, ইবনে উবাই-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বর্ম পরিহিত অবস্থায় তরবারি নিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য দৌড়ে যাচ্ছেন। তখন জুদঈ সহযোগিতার আশা ছেড়ে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে হুয়ী-এর কাছে ফিরে আসে এবং পুরো বৃত্তান্ত তাকে অবহিত করে। সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের বক্তব্য শুনে বলেছেন, ইহুদীরা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। অতঃপর তিনি তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সে তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলো না; তাই সে বলল, এটি তাদের রণকৌশল। হুয়ী জিজ্ঞেস করে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই কী বলেছে? তখন সে ইবনে উবাইয়ের সাথে কথোপকথন সম্পর্কে বলে যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার মিত্রদের সংবাদ পাঠাচ্ছি। তারা তোমাদের সাথে দুর্গে প্রবেশ করবে। জুদঈ বলে, আমি তো তার পক্ষ থেকে সাহায্যের কোনো আশা দেখছি না। এদিকে মহানবী (সা.) দুর্গ অবরোধের জন্য সাহাবীদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, মহানবী (সা.) অওস গোত্রের এক নেতা মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি বনু নযীরের কাছে যাও এবং তাদের সাথে (এ বিষয়ে) কথা বলো আর তাদেরকে বলো, যেহেতু তারা নিজেদের দুষ্কৃতিতে সীমাতিক্রম করেছে এবং তাদের প্রতারণা চরম সীমায় পৌঁছেছে, এখন তাদের মদীনায় থাকা উচিত হবে না। উত্তম এটিই হবে, তারা যেন মদীনা ছেড়ে চলে যায় আর অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস শুরু করে। তিনি তাদেরকে ১০ দিন অবকাশ দেন । মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) যখন তার কাছে যান তখন তারা তার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং বলে, মুহাম্মদ (সা.)-কে বলে দাও, আমরা মদীনা থেকে নির্বাসিত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো। মহানবী (সা.) যখন তাদের এই উত্তর শোনেন তখন অবলীলায় বলে উঠেন, আল্লাহু আকবর! ইহুদীরা তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অতঃপর তিনি (সা.) মুসলমানদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সাহাবীদের একটি দল নিয়ে বনু নযীর-এর বিরুদ্ধে মাঠে নামেন।

রাষ্ট্রের এসব বিদ্রোহীদের দমনের জন্য, যারা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করার মতো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল; কারণ সেসময় মহানবী (সা.) ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান; উপরন্তু তারা অনুতপ্ত হবার পরিবর্তে তখন সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করেছিলেন– তাই মদীনাকে একটি বিরাট রক্তপাত থেকে বাঁচাতে এবং মদীনার সুরক্ষার্থে এসব বিদ্রোহীদের দ্বার রুদ্ধ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। যাহোক, সকল মুসলমান যখন একত্রিত হয় তখন মহানবী (সা.) তাদের সাথে বেরিয়ে পড়েন। এসময় মহানবী (সা.) মদীনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে তাঁবু দিয়ে বলা হয়, তা যেন বনু নযীর-এর দুর্গের সামনে স্থাপন করা হয়। এটি এক বিশেষ কাঠের তৈরি ছিল, অনেকে এটিকে চামড়ার তৈরি বলেছেন। যুদ্ধপতাকা ধারণ করেন হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)। মহানবী (সা.) মুসলমান বাহিনীর সাথে সামনে অগ্রসর হন, এমনকি সন্ধ্যা নাগাদ তিনি (সা.) বনু নযীর-এর বসতি পর্যন্ত পৌঁছে অবস্থান নেন এবং সেখানে খোলামাঠে আসরের নামায আদায় করেন। অন্যদিকে ইহুদীরা নিজেদের প্রাসাদসমূহে দুর্গবন্দি হয়ে গিয়েছিল এবং দুর্গের ওপর থেকে তির এবং পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এশার নামাযের সময় হলে তিনি (সা.) নামায পড়ান এবং নামাযের পর দশজন সাহাবীকে নিয়ে নিজের বাড়ি মদীনায় ফেরত আসেন। সেসময় তিনি (সা.) বর্ম-পরিহিত এবং ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন এবং আরেকটি বর্ণনামতে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। যাহোক, মুসলমানরা সারারাত এভাবে অর্থাৎ ইহুদীদের ঘেরাও করা অবস্থায় কাটান এবং বার বার তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন। এমতাবস্থায় ভোরের লালিমা দেখার উপক্রম হলে হযরত বেলাল (রা.) ফজরের আযান দেন। সেসময় মহানবী (সা.) সেই দশজন সাহাবীকে নিয়ে সেনাবাহিনীর মাঝে ফেরত আসেন যারা তাঁর সাথে ছিলেন এবং তিনি (সা.) ফজরের নামায পড়ান। ইহুদীদের মাঝে এক ব্যক্তির নাম ছিল আযওয়াক। কোথাও কোথাও তার নাম গুযুল বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যক্তি অত্যন্ত দক্ষ তিরন্দাজ ছিল এবং তার নিক্ষিপ্ত তির অনেক দূর পর্যন্ত যেত। সে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর তাঁবু বরাবর তির নিক্ষেপ করে। সেই তির তাঁবুতে এসে লাগে। মহানবী (সা.) সেখান থেকে তাঁবু সরিয়ে তিরন্দাজদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। পুনরায় রাত নেমে আসে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইও বনু নযীরের কাছে আসল না এবং তার কোনো মিত্রও এলো না, বরং সে তার বাড়িতেই বসে রইল। বনু নযীর তার কাছ থেকে সাহায্য পাবার বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। সালাম বিন মিশকাম এবং কিনানা বিন সূরিয়া দুজন হুয়ীকে বলল, ইবনে উবাইয়ের সাহায্য কোথায় গেল, যা তুমি আশা করছিলে? হুয়ী বলে, আমি এখন কী করতে পারি? এ তো রীতিমতো ধ্বংস, যা আমাদের অদৃষ্টে লেখা হয়েছে। এরইমধ্যে এক রাতে প্রায় এশার সময় হযরত আলী (রা.)-কে সৈন্যদের মধ্য থেকে অনুপস্থিত দেখা যায়। লোকেরা মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আলীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মহানবী (সা.) বলেন, তার বিষয়ে চিন্তা কোরো না, কেননা সে তোমাদেরই একটি কাজে গিয়েছে। সবে অল্প সময় গড়িয়েছে, এরই মধ্যে হযরত আলী (রা.) সেই ব্যক্তির (কাটা) মস্তক কেটে নিয়ে হাজির হন যার নাম ছিল আযওয়াক এবং যার তির মহানবী (সা.)-এর তাঁবু পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। হযরত আলী (রা.) তখন থেকেই তার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন যখন সে মুসলমানদের প্রবীণ কোনো নেতাকে হত্যার করার চেষ্টা করছিল; তার সাথে একটি দলও ছিল। হযরত আলী (রা.) তার

ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তার সাথে অন্যান্য যারা ছিল তারা পলায়ন করে। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র সাথে দশজন সদস্যের একটি দল প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত আবু দুজানা (রা.) এবং হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা.)-ও ছিলেন। হযরত আলী এবং তার সাথিরা আযওয়াকের সঙ্গীসাথির দলকে ধরে ফেলে, যারা হযরত আলী (রা.)-কে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সাহাবীদের সেই দল তাদের সবাইকে হত্যা করে। কতক আলেম লিখেছেন, সেই দলে দশজন সদস্য ছিল। সাহাবীরা তাদের হত্যা করে তাদের মস্তক নিয়ে ফেরত আসেন, যেগুলোকে পরবর্তীতে বিভিন্ন কূপে নিক্ষেপ করা হয়। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাদের মস্তকগুলোকে বনু খাতমার বিভিন্ন কূপে নিক্ষেপ করার আদেশ প্রদান করেছিলেন। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বর্ণনা আগামীতে করব, ইনশাআল্লাহ্।

***** খুতবা সানীয়া *****

{সানী খুতবার পরে হুযূর (আই.) বলেন,} আমাকে একজন বলেছে, (নামাযে) আপনারা যখন সারি বেঁধে দাঁড়ান তখন কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান না। বর্তমানে করোনায়ার প্রাদুর্ভাব শেষ হয়েছে, তাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)